সিনিয়র সচিব এর দপ্তর	
ডকেট নং-	তারিখঃ
অতিঃ সচিব	অনুলিপি
যুগ্মসচিব	নথিতে পেশ করুন
উপসচিব	আলোচনা করুন
উপসচিব	সভায় যোগদান করুন
সিস্টেম এনালিস্ট	ব্যবস্থা নিন
পিএস/প্রোগ্রামার/পিও	সিনিয়র সচিব মশিবিম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.০০০.৪১৬.৫৩.০০০১.২৫.৩০

তারিখ: ২৯ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৩ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: আসন্ন গণভোট বিষয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণার লক্ষ্যে সংবিধান ও আইন বিশেষজ্ঞগণের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী সংক্রান্ত জারীকৃত পত্র প্রেরণ।

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (উপদেষ্টা পদমর্যাদা) এবং ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রমের মুখ্যসমন্বয়ক অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে আসন্ন গণভোট বিষয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণার লক্ষ্যে সংবিধান ও আইন বিশেষজ্ঞগণের সাথে গত ৬ জানুয়ারি ২০২৬ এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৩ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের ০৪.০০.০০০০.০০০.৪১৬.৫৩.০০০১.২৫.২৯ সংখ্যক পত্র জারি করা হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, জারীকৃত পত্রটি সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামত ৫ পৃষ্ঠা।

প্রশাসন-১ শাখা
ডায়েরী নং- ৪৯ তাং ১১।০১।২৬
প্রশাসনিক

সকল সংযুক্তিসমূহ:
(১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৯ সংখ্যক পত্র
(২) কার্যবিবরণী

১৩-০১-২০২৬
তানিয়া আফরোজ
উপসচিব
২২৬৬৪১০৪৮
general_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)।
২। কমিশনার (সকল বিভাগ)।
৩। জেলা প্রশাসক (সকল)।
৪। সকল কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

ডায়েরী নং- ৭০	
তারিখ-	
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন / বা.ও.ম.)	
যুগ্ম সচিব (জামস / প্লাউ)	
প্রোগ্রামার	
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	
পি ও / অন্যান্য	
পেশ করুন / জরুরী	
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	

ডায়েরী নং-	তারিখঃ ১৮.০১.২০২৬
উপসচিব (প্রশাসন-১/২/৩/বাজেট/আইন)	
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্লাউ/প্রশাসন ১/২/৩)	
সিনিয়র তথ্য অফিসার	
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	
প্রোগ্রামার / লাইব্রেরিয়ান	
পিও / অন্যান্য	
যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mowca.gov.bd

গণভোট ২০২৬
সংসদ নির্বাচন
দেশের চাবি
আপনার হাতে

নম্বর - ৩২.০০.০০০০.০০০.০১৮.০৯.০০৫৯.২৫ (অংশ-১)- ৬১

তারিখ: ২৫.০১.২০২৬ খ্রি.

অবগতি/সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

দীপক কুমার রায়
উপসচিব
৫৫১০০৭৬৫
dsadmin@mowca.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. অতিরিক্ত সচিব (সকল), নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা/একাডেমি/ফাউন্ডেশন প্রধান (সকল)।
৩. যুগ্মসচিব (সকল), নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়।
৪. উপসচিব (সকল), নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়।
৫. মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, মাননীয় উপদেষ্টার দপ্তর, নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়।
৬. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সিনিয়র সচিবের দপ্তর, নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়।
৭. সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল), নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়।
৮. প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়। (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৯. সহকারী সচিব / সমমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা (সকল), নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়।
১০. অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

গণভোট ২০২৬
সংসদ নির্বাচন
দেশের চাবি
আপনার হাতে

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.০০০.৪১৬.৫৩.০০০১.২৫.২৯

তারিখ: ২৯ পৌষ ১৪৩২ / ১৩ জানুয়ারি ২০২৬

বিষয়: আসন্ন গণভোট বিষয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণার লক্ষ্যে সংবিধান ও আইন বিশেষজ্ঞগণের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

সূত্র: প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের ১১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের ০৩.০০.০০০০.০০০.০৩৯.১৬.০০০৩.২৫-১১৭ সংখ্যক পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন একই সাথে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহের উপর গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (উপদেষ্টা পদমর্যাদা) এবং ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রমের মুখ্যসমন্বয়ক অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে আসন্ন গণভোট বিষয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণার লক্ষ্যে সংবিধান ও আইন বিশেষজ্ঞগণের সাথে গত ৬ জানুয়ারি ২০২৬ এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

"১. ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য গণভোটে সংস্কারের পক্ষে ইতিবাচক প্রচারণার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন, বিধি বিধানে কোন ধরনের বাধা নেই।
২. সরকার চাইলে এই মর্মে প্রচার প্রচারণা পরিচালনা করতে পারে।"

২। এমতাবস্থায়, সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাঁর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাকে এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামত ৪ পৃষ্ঠা।

১৩/০১/২০২৬

(তানিয়া আফরোজ)
উপসচিব
ফোন: ০২-২২৬৬৪১০৪৮
ই-মেইল: general_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব/সচিব.....মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)।
২। কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/বরিশাল/ময়মনসিংহ/রাজশাহী/রংপুর/সিলেট বিভাগ।
৩। জেলা প্রশাসক (সকল)।
৪। কর্মকর্তা (সকল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়

পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।

গণভোট ২০২৬
সংসদ নির্বাচন
দেশের চাবি
আপনার হাতে

পত্র সংখ্যা ০৩.০০.০০০০.০০০.০৩৯.১৬.০০০৩.২৫-১১৭

তারিখ ২৭ পৌষ, ১৪৩২
১১ জানুয়ারি, ২০২৬

বিষয়ঃ আসন্ন গণভোট বিষয়ে জনসচেতনামূলক প্রচার প্রচারণার লক্ষ্যে সংবিধান ও আইনে বিশেষজ্ঞদের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (উপদেষ্টা পদমর্যাদা) এবং গণভোট সংক্রান্ত জনসচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রমের মুখ্য সমন্বয়ক অধ্যাপক আলী রীয়াজ মহোদয়-এর সভাপতিত্বে গত ০৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে আসন্ন গণভোট বিষয়ে জনসচেতনামূলক প্রচার প্রচারণার লক্ষ্যে সংবিধান ও আইনে বিশেষজ্ঞদের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

১১/০১/২০২৬
মীর আলিফ রেজা
সিনিয়র সহকারী সচিব
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
ফোন- ৫৫০২৯৫২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক (প্রশাসন), প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীর একান্ত সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীর (ঐকমত্য) একান্ত সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা।

সাধারণ অধিশাখা
ডাইরি নং ৭২৬
তারিখ ১১.১.২৬
☐ ....তারিখের মধ্যে উপস্থাপন করুন
☐ আলোচনা করুন
☐ সংশ্লিষ্ট নথিতে রাখুন
☐ গার্ড ফাইলে রাখুন
☐ কার্যক্রম নাই
প্রশাসনিক কর্মকর্তা উপসচিব

১০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।

বিষয় : **আসন্ন গণভোট বিষয়ে জনসচেতনামূলক প্রচার প্রচারণার লক্ষ্যে সংবিধান ও আইনে বিশেষজ্ঞদের সাথে মত বিনিময় সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি : **অধ্যাপক আলী রীয়াজ**
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (উপদেষ্টা পদমর্যাদা)
এবং ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট বিষয়ে
সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রমের মুখ্যসমন্বয়ক,
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়

তারিখ : ০৬ জানুয়ারি ২০২৫ সময়: বিকাল ০৪:৩০ ঘটিকা;

স্থান : জুম ক্লাউড মিটিং অনলাইন প্লাটফর্ম, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা।

উপস্থিতির তালিকা: পতাকা-ক

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি জানান যে, জুলাই গণভ্যুথানের সবচেয়ে বড় অর্জন জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫। এই সনদে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহকে জনগণের নিকট তুলে ধরার লক্ষ্যে এবং বিশেষত: এর গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসমূহের উপরে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠেয় গণভোটকে সাধারণ মানুষের নিকট সহজবোধ্য করে ব্যাপক প্রচার চালানো অত্যাবশ্যক। সরকারের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যেই গণভোটে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে প্রচার চালানো শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে মোকাবিলায় তিনি উপস্থিত সংবিধান ও আইনে বিশেষজ্ঞদের মতামত প্রদানের আমন্ত্রণ জানান (উপস্থিত সংবিধান ও আইনে বিশেষজ্ঞদের মতামত সংযুক্ত)।

০২। জনাব মইনুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, গণভোট বিষয়ে সরকার হ্যাঁ ভোট দিলে কী হবে এবং না ভোট দিলে কী হবে, সে বিষয়টি জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকহারে প্রচার করতে পারে যাতে জনগণ সহজেই গণভোট সম্পর্কে বুঝতে পারে।

০৩। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এম এ মতিন বলেন, 'সংস্কার চাইলে হ্যাঁ বলুন'; 'পরিবর্তনের জন্য হ্যাঁ' সরকার কর্তৃক এ ধরণের প্রচারণায় কোন বাধা নেই।

০৪। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী, ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিকী বলেন, সরকারের উচিত হ্যাঁ ভোটের বিষয়ে ব্যাপক প্রচার করা।

০৫। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী, ব্যারিস্টার ড. শরীফ ভূঁইয়া বলেন, সরকার হ্যাঁ ভোটের বিষয়ে প্রচার প্রচারণা করলে কোন বাধা নেই। তিনি আরও বলেন গণভোট বিষয়ে সরকার কোন পক্ষ নিলে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হবে না।

০৬। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী, ব্যারিস্টার তাসনিম হোসেন শাওন বলেন, সরকারের উচিত হ্যাঁ ভোটের বিষয়ে ব্যাপক প্রচার করা।

০৭। জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য) বলেন, হ্যাঁ ভোট দিলে কি হবে এবং না ভোট দিলে কি হবে, সে বিষয়ে জনসাধারণকে বোঝাতে হবে এবং সবাইকে হ্যাঁ ভোট প্রদানে উৎসাহিত করতে হবে।

০৮। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, সরকার সংস্কারের জন্য ১১ টি সংস্কার কমিশন গঠন করেছিলো। তদুপরি ০৬ টি কমিশনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে নয় মাসের বেশী সময় ধরে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের সঙ্গে আলোচনা করেছে। ঐ আলোচনার ফলাফল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ প্রণীত হয়েছে, যা ২৫ টি দল স্বাক্ষর করেছে। তিনি বলেন, 'হ্যাঁ ভোট দিলে এগুলো পাবেন, না ভোট দিলে কিছুই পাবেন না' এইভাবেই সরকারের পক্ষ থেকে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। তবে জনগণকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্য সরকার থেকে স্পষ্ট করে বলা দরকার। তিনি উপস্থিত সংবিধান ও আইন বিশেষজ্ঞদের দুটি বিষয়ে মতামত জানতে চান- ১) গণভোটে সংস্কারের পক্ষে ইতিবাচকভাবে প্রচারের ক্ষেত্রে আইনগতভাবে সরকারের কোন বাধা আছে কি না? এবং ২) 'পরিবর্তনের জন্য হ্যাঁ বলুন' এই ধরনের প্রচার করা যাবে কি না?

০৯। সভায় বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে গণভোট তথা জুলাই জাতীয় সনদের বিষয়বস্তু সর্বসাধারণকে অবহিতকরণ ও অনুষ্ঠিতব্য গণভোট সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণকারী সংবিধান ও আইনে বিশেষজ্ঞগণ একমত পোষণ করেন:

সিদ্ধান্ত:

১. ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য গণভোটে সংস্কারের পক্ষে ইতিবাচক প্রচারণার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন, বিধি বিধানে কোন ধরণের বাধা নেই।

২. সরকার চাইলে এই মর্মে প্রচার প্রচারণা পরিচালনা করতে পারে।

(এই মর্মে বিশেষজ্ঞদের আইনগত মতামত এতদসঙ্গে সংযুক্তি হিসেবে যুক্ত করা হল)

সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সংবিধান ও আইন বিশেষজ্ঞদের সভায় গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভার মুলতবি ঘোষণা করেন।

(অধ্যাপক আলী রীয়াজ)
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (উপদেষ্টা পদমর্যাদা)
এবং ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট বিষয়ে
সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রমের মুখ্য সমন্বয়ক
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়

আইনগত মতামত

বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচন আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। একই তারিখে গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫ অনুসারে একটি গণভোট অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত গণভোটে সংস্কারের পক্ষে ইতিবাচক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের কোন আইনগত বাধা রয়েছে কি না—সে বিষয়ে আমাদের মতামত চাওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধান, গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫, জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫, Representation of the People Order, 1972 (২০২৫ সাল পর্যন্ত সংশোধিত) সহ সকল প্রযোজ্য আইন ও বিধি-বিধান পর্যালোচনাপূর্বক আমরা এই মতামত প্রদান করছি যে, গণভোটে সংস্কারের পক্ষে ইতিবাচক প্রচারমূলক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো আইনগত বাধা নেই।

৬ জানুয়ারি ২০২৬

বিচারপতি এম এ মতিন
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি

বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ও শুম সংক্রান্ত কমিশন অব ইনকোয়ারি এর চেয়ারম্যান

ড. শরীফ ভূঁইয়া
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক
ডিন, আইন অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যারিস্টার ইমরান আব্দুল্লাহ সিদ্দিক
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী

ব্যারিস্টার তানিম হোসেইন শাওন
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী